গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
এসএসপিএস প্রোগ্রাম
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| সভার তারিখ | : | ১ জানুয়ারি ২০২০ |
| সময় | : | বেলা ০২:৩০ ঘটিকা |
| সভার স্থান | : | সম্মেলন কক্ষ (১০০৫), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহণ পুল ভবন , ঢাকা। |

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক।

১। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালার সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যন্ত জরুরি।

২। কর্মশালায় অবহিত করা হয় যে, বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবগতি ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি খসড়া প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনার নিমিত্ত গত ১৭ জুন ২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত কর্মশালার সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির আলোকে একটি "প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলাম" এবং "প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন" প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্ত করাই অদ্যকার কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

৩। অত:পর সভাপতি কর্মশালার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, (উপসচিব)-কে "সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিকুলাম" এবং "প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন" সংক্রান্ত উপস্থাপনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বর্ণিত বিষয় দুইটির উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন।

৪। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসন সমুন্নতকরণ এবং সকল যোগ্য নাগরিকের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রনয়ন করেছে যা বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাসে একটি অন্যতম মাইল ফলক। একই সাথে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,সূচক, সময়সীমা এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তিনি আরো জানান যে সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিকুলামসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণসমূহে সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় আংশিকভাবে বা পুরাতন ধাঁচে অনুসৃত হচ্ছে যা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর আলোকে হালানাগাদ করা প্রয়োজন । এছাড়া অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর আলোকে বিভিন্ন বিষয় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৫। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলাম প্রস্তুত করার পূর্বে, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এমন ১৩ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিকুলাম পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনার নিমিত্ত

বিগত কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ এবং পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির আলোকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষ (ToT) কারিকুলাম এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন পরিমার্জন করা হয়েছে। এ সকল কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটি এমনভাবে একটি প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে করে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটিকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে।

৬। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটি একটি আদর্শ প্রশিক্ষণ উপকরণ হতে যাচ্ছে। এ কারিকুলামটিতে নীতি নির্ধারনী এবং সেবাগ্রহণকারীদের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ সেশন বা কনটেন্ট রাখা যেতে পারে।

৭। সহকারী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলেন যে, সকল ধরণের প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা পরবর্তিতে প্রশিক্ষনার্থীদের পরামর্শ, মূল্যায়ন এবং মতামতের ভিত্তিতে অধিকতর উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) এই কারিকুলামটিতেও প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ মূল্যায়ন এবং মতামতের সুযোগ থাকলে তা কারিকুলামটির উত্তরোত্তর মানোন্নায়ন ঘটাবে।

৮। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং অন অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন উল্লেখ করেন, বর্তমান সময়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য একটি অত্যন্ত আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ন বিষয় । সরকার সর্বস্তরে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়টি কে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯। পরিচালক (রিসার্চ এন্ড লার্নিং), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট বলেন, উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটি তিন দিনের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম গাইড প্রস্তুত করা হয়েছে যা প্রায় সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়তা করবে। গাইডটিতে একই সাথে একটি সাধারন বা উন্মুক্ত প্রশিক্ষণ আউটলাইন রাখা যেতে পারে যা যে কোন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

১০। জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসএসপিএস প্রোগ্রাম বলেন যে, এসএসপিএস প্রোগ্রামের একটি স্বপ্ন রয়েছে যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলাদাভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি ডিপ্লোমা কোর্স বা অনলাইন প্রশিক্ষণ বা ই–লার্নিং প্লাটফর্ম চালু করা। এ ধরণের অনলাইন প্রশিক্ষণ বা ই–লার্নিং প্লাটফর্ম বা সিস্টেম চালু করা গেলে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডার চাইলেই সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করতে পারবে। তিনি উল্লেখ করেন যে গাইডটির মুখবন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এটি একটি সাধারন বা উন্মুক্ত প্রশিক্ষণ আউটলাইন যে কোন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এবং যে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাঁদের অংশগ্রহণকারী এবং সময় বিবেচনা করে সুবিধা অনুযায়ী তা কম বেশী করে নিতে পারবেন।

১১। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে করে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটিকে একটি সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। যদিও কারিকুলামটি তিন দিনের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম গাইড হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কিন্তু যে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাঁদের উদ্দিষ্ট অংশগ্রহণকারী এবং সময় বিবেচনা করে তা সুবিধা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করে নিতে পারবেন। তিনি বলেন সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম পূর্বশর্ত। নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ হ্রাস পেলে সামাজিক নিরাপত্তার সরকারি কোন উদ্যোগ ই সফল হতে পারবেনা। তবে কোন সরকারি কর্মকর্তা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অবহেলা করলে, বা সুষ্ঠু ভাবে পালন না করলে সরকার শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। একই সাথে ভাল কাজের জন্যেও রয়েছে সরকারি বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনার ব্যবস্থা।

১২। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি প্রশিক্ষণ গাইডলাইন যা সরকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নব নিযুক্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। তিনি বলেন যে উল্লেখিত "প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম (ToT)" এবং "প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি" চূড়ান্তকরন করা যেতে পারে।

। সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) (১) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (ToT) কারিকুলাম (২) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন দুইটি কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুসারে সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো;

খ) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (ToT) কারিকুলাম প্রণয়নে যে ১৩ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিকুলাম এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ পর্যালোচনা করা হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩ কর্মদিবসের মধ্যে তাঁদের মতামত (যদি থাকে) ই-মেইল যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো;

গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কারিকুলামটিকে চূড়ান্ত করবে;

ঘ) প্রশিক্ষন কেন্দ্রসমূহ তাঁদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসারে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (ToT) কারিকুলামটিকে মূল মানদন্ড হিসেবে ব্যবহার করে কারিকুলামটিতে নির্দেশিত প্রশিক্ষণের মেয়াদ, প্রশিক্ষণের বিষয়, কোর্স-আউটলাইন, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি বিষয়সমূহ পরিবর্তন করে নিতে পারবে;

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (ToT) কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক/কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো;

চ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে তাঁদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল/সেশনসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কনটেন্ট সংযোজন অথবা সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করার সুপারিশ করা হলো;

ছ) প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশের ভিত্তিতে "সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (ToT) কারিকুলাম" এবং "প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন কারিকুলাম পর্যালোচনা প্রতিবেদন" দুইটি মূদ্রণ এবং অনলাইনে প্রকাশনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএসপিএস প্রোগ্রামকে অনুরোধ করা হলো;

১৪। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৭/২/২০

(শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি)
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ